An EMC Bulletin

White COAT

Behind the

● Special Edition ● December 2020 ● Eastern Medical College, Cumilla, Bangladesh

ক্যাম্পাসে জাতির পিতার মুর‍্যাল উদ্বোধন

১৭ই মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী। জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে কাবিলা ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালের শুভ উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ এর পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পেসাল সিকিউরিটি ফোর্স ও মুজিব বাহিনীর সমন্বয়ে পরিচালিত অপারেশন 'মাউন্টেন ঈগল' খ্যাত যুদ্ধাভিযানে মুজিব বাহিনী মাউন্টেন ব্রিগেড নর্থ কলাম কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজমুল হাসান পাখী। অনুষ্ঠানে তার যুদ্ধকালীন সহযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা নৃপেন পোদ্দার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লা হিল বাকী, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মুমিনুল হক দানা, শাজাহান সাজু, কবি শওকত হাসান ফারুক, বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সায়রা বানু সূচি সহ স্থানীয় প্রায় অর্ধশত মুক্তিযোদ্ধা আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১১ টায় উদ্বোধনের শুরুতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ। জাতীয় সংগীত পরিবেশন পরপর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি ছিলেন কুমিল্লার অন্যতম শিশু সংগঠক নারী নেত্রী অনিমা মজুমদার, ইএমসি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম, কলেজের অন্যতম

এরপর ০৩

বিপিএমসিএ'র উদ্যোগে আলোচনা

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা ও ভ্যাকসিন

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং ভ্যাকসিন বিষয়ে এক আলোচনা সভা গত ২৮ নভেম্বর ২০২০ রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ)'র উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এম.পি। সংগঠনের সভাপতি এম.এ মুবিন খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ এ.বি.এম. খুরশীদ আলম, বিপিএমসিএ'র নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান এম.পি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, নাজমুল আহসান, ডাঃ গাজী মিজানুর রহমান, আফজল হোসেন, এম.এ মুকিত প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি। দেশের সব সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পাওয়া কোভিড-১৯ এর টিকা পাবে। তিনি আরও বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি এমন আলাদা কোনো বিভাজন নেই। এটি সারা দেশের সমস্যা। সরকারি-বেসরকারি সবাই মিলে এক হয়ে একে মোকাবেলা করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্দেশিত

এমবিবিএস চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ অক্টোবর ২০২০ হইতে ২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এমবিবিএস চূড়ান্ত পর্বের অনিয়মিত পরীক্ষা বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশে কোভিড-১৯ দূর্যোগকালীন সময়ে মে ২০২০ উক্ত পরীক্ষা

এরপর ০৩

স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করছে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রী।

৮-১৬ ডিসেম্বর ৯দিন ব্যাপী

বিজয় উৎসব ২০২০

৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা মুক্ত দিবস। আজকের এই দিনে কুমিল্লার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমনে পাকবাহিনীকে পরাস্থ করে কুমিল্লা মুক্ত হয়। প্রতি বৎসর ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ নব প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় মানব সেবার ব্রত নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পর্যন্ত ৯ দিন ব্যাপী পালন করে বিজয় উৎসব। ৮ ডিসেম্বর ২০২০ সকাল ১১ টায় কলেজ ক্যাম্পাসে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা পরিচালক মন্ডলী, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সমেত স্বাস্থ্যবিধি মেনে একটি র‍্যালী ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে

এরপর ০৩

COVID-19

Promise & Pitfall

Article

Learnt from the Lesson

Prof. Dr. Md. Arif Akbar Saibal; Professor of Medicine, EMCH.

Recent emergence of Coronavirus Disease (COVID-19) is wreaking havoc due to widespread dissemination throughout the world. WHO formally declared the condition as a global pandemic in March 2020. According to Worldometer, up to December 12, there has been more than 71 million cases, more than 1.6 million deaths and around 50 million recoveries around the world. In Bangladesh the reported cases stand at around 400 thousand, 6986 deaths and approximately 414 thousand total recoveries till the same date.

Over last 10 months we could not standardize a targeted therapy for COVID-19. Many drugs have already been launched in the market, and many have been considered including antimalarial, antiparasitic, even many local and indigenous remedies up to monoclonal antibodies which did play some promising role initially but have shown frustrating results in long term studies. But we learnt how to tackle the pandemic by health safety practices and by treating complications

Next 02

বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকদের সর্বস্বীকৃত পোষাক আবরণী White Coat বা সাদা রং এর Apron। এ Symbol of Dress Code এর স্বীকৃতির সার্থকতা হলো মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসকদের দৈনন্দিন জীবনের পথচলায় চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে তার সাহিত্য, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ মানব কল্যাণের অন্যান্য দিকসমূহ। Behind the White Coat চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নের পাশপাশি জনসচেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের এ পথ চলায় সাথী হোক চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবায় সংশিষ্ট সকল শুভাকাঙ্খী মহল।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ এ মহতী এই উদ্যোগ আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা পাথেয় হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করুক Behind the White Coat.

এই আমাদের প্রত্যাশা।

অধ্যাপক ডাঃ মজিবুর রহমান
সম্পাদক

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টামন্ডলী

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ
অধ্যক্ষ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

অধ্যাপক ডা. মো. জাকিরুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

সম্পাদক

অধ্যাপক ডাঃ মজিবুর রহমান
বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ।

সদস্য

- ডাঃ মঈনুল ইসলাম
  সহকারী রেজিষ্ট্রার, ইএনটি বিভাগ।
- ডাঃ ইফফাত জাহান
  আইএমও, মেডিসিন বিভাগ
- ডাঃ ফাহিম কাদির
  এমও, স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স
  ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

বার্তা বিভাগ

- আতাউল মাসুদ রাজীব
  প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ফরেন এ্যাফেয়ার্স
- আছরারুল আজিজ ইসরাত
  সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা

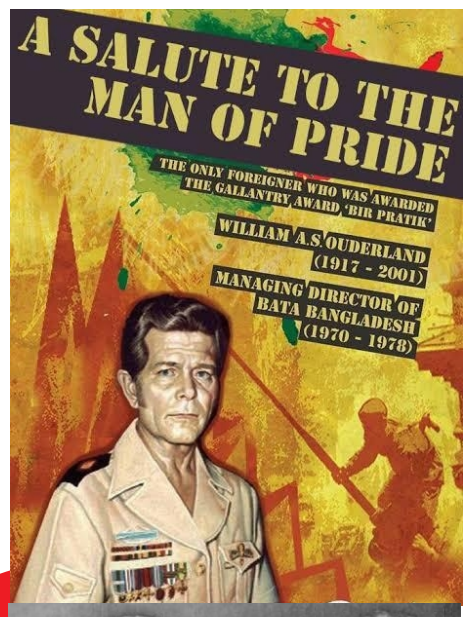

COVID-19 in Children

After 01

Historical experiences suggest that some viral infections are less severe among children and prognosis becomes worse with advancing age. Previous SARS and flu epidemics showed varied predilection for pediatric age group for obscure reasons. Various hypotheses have been put forward to explain the lesser severity of COVID-19 among children: 1) healthier respiratory system; 2) lesser outdoor activity; 3) lesser prevalence of comorbidities; 4) Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination; 5) greater activity of thymus including thymosin secretion, thus producing favorable CD4/CD8 ratio; 6) progressive increase in serum angiotensin converting enzyme (ACE) level from the age of 4 to 13 years; 7) higher rates of respiratory viral co-infection which reduces SARS-CoV2 replication by direct virus-virus interaction and competition among children. However, there is a fair chance that as the children are having no-to-minimal symptoms of the disease, they are escaping detection. This might end up as an ice-berg phenomena and epidemiological disaster as the oligo-symptomatic children will continue to shed virus, remaining undetected throughout. It is too early to commit about children having lesser susceptibility, as the pandemic is just a toddler, and rise in number may be just a matter of time. While the natural history and physical manifestations of COVID-19 on children are evolving as the pandemic progresses, its short-term and long-lasting psychosocial impact is increasingly being recognized all over the globe. To mitigate the psychosocial ill-effects of COVID-19 on children and adolescents proactive and targeted interventions can be proposed. Parents, pediatricians, psychologists, social workers, hospital authorities, government and nongovernmental organizations have important roles to play to make the mission successful. Concerning healthy behavior, children have always followed their parents as the role models. Peerless parenting skills become discretely decisive while handling the children in detention. Parents need to respect their identity, free space, special need in addition to monitoring child's performance, behavior and self-discipline skills. Friendly interaction and communication between parents and children may help soothing their pandemic-related anxieties and other physical and mental issues.

Promise Pitfall

After 01

of COVID like-

- ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)/ Hypoxemia.
- Thromboembolic manifestation.
- Systemic infection.
- Supportive care of other organs.

If we go back to history, no pandemic could be managed effectively. But now we are passing the 21st century where technology is highly developed. Now we are seeing some light at the end of the long, dark tunnel i.e. different types of vaccines- many of them already underway in mass vaccination programs while some are within the pipeline. But it is not the final solution. There are still many uncertain areas such as-

- How long will the vaccines work?
- Proper preservation of the vaccines.
- Long term safety is yet to be cleared.
- How fast can we vaccinate the mass population of the world?
- Proper distribution of the vaccines across both the developed and underdeveloped countries.
- Cyberterrorism against vaccine producing organizations.

We tried for prevention by wearing masks, social distancing, avoiding of public gatherings etc. Since the pandemic started, we have seen people practice those health safety measures but those haven't been maintained properly as time has passed by. Because a basic human instinct is freedom. Another hurdle is the question of livelihood, specially in the poorer countries of the world. In the perspective of Bangladesh, we are not lagging behind in terms of management of COVID, compared to other countries. Although there were a lot of mismanagements initially, things fell in order over time. Our medical and relevant personnel showed their courage and skill to tackle the crisis, which has helped minimize the death toll. Speaking from experience as a clinician, intervening at the earliest possible time of disease course with proper supportive care including judicial use of oxygen supplementation and also by taking proper personal safety measures, the impact and the spread of the disease can be checked.

As a professional of medical science, we need country-specific extensive solid data to conduct effective studies, on the basis of which evidence-based medicine can be chosen and thus a strategic guideline can be established to combat the disease.

Everyday, we are learning through a process. Every COVID patient is different and should be judged accordingly. Although till date we cannot answer all questions posed by COVID, we have started the first steps for a thousand-mile journey.

MFGA TEST CRACK IN 1ST ATTEMPT

Syed Abrar EMC-11, Roll No. 12

First of all I would like to thank the Almighty for giving me the courage to keep on going during these difficult times. Secondly, I am so grateful of my teachers at Eastern Medical College who were always pushing me to achieve more. It is because of their persistence and my hard work that I was able to clear the FMGE August 2020 in my first attempt, without any couching classes. The thing that helped me the most was the stuff my teachers were teaching during their lectures, more so than any books or study material. I mean sure, you can pass the examination by memorizing books related to subjects, but the things you hear in lecture classes are an extract of books and practical medical experience and that gave me the raw material which I needed to pass my exam, In short I say the one word for success is persistence . If you want 4o succeed, you have to be persistent and if you are, then success surely will land at your doorsteps.

an EMC Cumilla bulletin
Behind the WhiteCOAT

জাতির পিতার মুর‍্যাল উদ্বোধন

প্রথম পাতার পর

উদ্যোক্তা ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, স্থানীয় মোকাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল হক মুন্সিসহ অন্যরা।

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজমুল হাসান পাখিসহ বীর যোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল উন্মোচন করে দাড়িয়ে স্যালুট জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

আলোচনা সভা শেষে কলেজের শিক্ষার্থী রামিশা তাসনিম কবিতা আবৃত্তি, ভারতীয় কাশ্মীরী ছাত্রী আশ্‌ফা খাকী বাংলা গান পরিবেশন করেন। আমন্ত্রিত কুমিল্লা পূর্বাশা ও মধুমিতা কচিকাঁচার মেলার নৃত্য শিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর স্মরণে শিক্ষিকা আনিকা তাবাসসুম এর নির্দেশনায় নৃত্য পরিবেশন করেন।

চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানের কথা ছিল। চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকারের নির্দেশনায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি ও বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজসমূহে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য কলেজসমূহে উক্ত পরীক্ষা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য এমবিবিএস কোর্সের অন্যান্য পেশাগত পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তুতি হিসাবে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা আগমন শুরু করেছে।

বিজয় উৎসব

প্রথম পাতার পর

মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিজয় উৎসব ২০২০ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। ৯ দিন ব্যাপী বিজয় উৎসব পালনে লাল-সবুজের বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয় শহীদ বীরশ্রেষ্ঠসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন আলোকচিত্র। রচনা প্রতিযোগিতা, বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসাসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করে বিজয় উৎসব ২০২০ পালিত হবে।

10 January 2020 Inauguration of Class opening of Batch 16 in EMC Campus. Inaugurated by Dr. Md. Mujibur Rahman, civil surgeon, cumilla & Shah Md. Selim PhD, Chairman EMC. Presided by Prof. Dr. Md. Kalim Ullah, Principal EMC.

STUDENT'S WRITE UP

My story of self centered choice of ISOLATED QUARANTINE

Sonia Aman
Roll-93, EMC-12

Quarantine is the separation and restriction of movement of people who have potentially been exposed to a contagious disease to ascertain if they become unwell, so reducing the risk of them infection others. However, I Sonia Aman, an Indian National decided to Spend this quarantine at my Eastern Medical College, Cumilla BD. While, thousands of Foreign Nationals marched off to their native land, I chose to stay for my own concern with an augmented belief that my second home has enough room for my safety when on shoulders like Esteemed Chairman Sir – D. Shah Md. Selim.

"The pellucid replica of obligation"

An expedition can never triumph without getting shackled if you can't obey, true indeed once in every month the college authority used to provide us with vehicle to purchase necessary food ingredients and components. On the other hand, strict regulations were charted for day visitors incoming. Despite interplay of abnormality, the strict legislation by the hosts led students safety to uttermost limits which left everybody out here unharmed.

Unlike others the stay of my seven months in a closed room sketches a different tale. I spent a paramount sum of time with growing plants, learning languages and detoxing my body. Yet today, I can sanguine that instead of wasting time, I learned and earned more than ever.

About COVID-19 JOURNEY

Insha Shafi, Roll-112, EMC-13

Asalamualeikum,

Today as I stand here alive, I have to thank the Almighty before I say anything else. This year 2020 was not easy and has claimed more lives than we could imagine both young and old succumbed its torture.

Our journey living with this pandemic wasn't easy, rather was full of ups and downs, yearning to go home and not being able to and then wishing to return but could not until now. While the pandemic took a leap in march, we were stuck here as we couldn't plan to leave soon and the borders also closed. Although during almost a month of lockdown here, college staff took good care of us, still the pain of not being able to go home in this situation continued to haunt us as much as news of people dying in every corner did.

By the mid of may the govt. Started bringing back its people from all Countries, so we had a chance to fly back and we did. Back home the situation was scarier than we thought. The situation in Kashmir was filled with misery and grief. Countless people lost their lives, the hospital beds were packed, there were times when people were quarantined at home due to lack of space in hospitals. The economy hard a severe downfall as business closed due to alarming situation, the lockdown imposed went for months and people were stuck indoors. Also due to net issues we couldn't attend classes properly and couldn't even studied properly.

In the midst of all this, I missed the college, the lively life we had there, the classes and all the fun those days brought around.

Being a student stuck just before Prof. Exam., the levels of stress were quite high, so somehow I decided to return hoping to see better scenario here. I have come back but what I find is that there isn't betterment in situation all around, what needs a mention is that college is taking good care of me all the way.

As the situation hasn't been much better, we still hope a vaccine gets its way through trials and we can look forward to a better tomorrow which could be Covid-19 free inshallah.

May stay in BD during the Pandemic

Ismail Bakshi, EMC-12, Roll-101

The Covid -19 Pandemic originating from China in December 2019 eventually made its may to Bangladesh in February 2020, with the first case being detected in Dhaka. On March 16th, it was announced that all education institutions will remain closed indefinitely. Most of the foreign students made their way back to their homes within the week. However, some students chose to stay as we were allowed and even encouraged to stay at the college hostel, with the promises of providing all necessary amenities while staying here.

This was managed by hon. Chairman, Principal, Director(H) & Vice Principal with others. They have been crucial in organizing our visits for groceries and have maintained proper social distancing protocols throughout the college campus. Some of the students couldn't leave in time for home. This was later managed by the Indian High Commission which worked with the college authorities to provide passage for those who intended to leave.

During the following months, the college campus and hostel were empty and felt like haunted places, given that only few important persons were allowed in the college. Our time was mostly uneventful, thankfully. The visits by the Principal and the Chairman were regular. Their steps ensured ours safety and comfort at the college.

And now that December is here, some students have returned and many more are on their way back. The College authorities have made it sure that all protocols are being followed and quarantine is being properly enforced.

In the end, I would like to thank the college authorities along with the supporting staff as they kept their promise and provided the facilities, allowing us to safely stay here at the college during this pandemic.

২০২০
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে

ড. জে. এন. লিলি

হে আলোর পাখিরা

আমি হাত প্রসারিত করে দেই আলোর ভেতর, সেখানে রোদ এসে জমে–আমি করতলে তুলে নেই কিছু
ফুল সব তোমাদের জন্যে।
আমরা জেনে গেছি তোমরা আলোর মানুষ যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে।
এই সব ইতিহাস পরম্পরা বুঝে আমাদের জীবনের নব নব সূর্য গুলো সব তোমাদের দান, তোমরা মহান তাই
দিয়ে গেছো প্রাণ।
তোমরা সেই সব মানুষ যারা কালের
পরিক্রমায় বেঁচে থাকে মানুষের ই অন্তরে।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে আনে যারা অনেক
সবুজের আশা ভালোবাসা। বহু শতাব্দীর পরে মানুষের কণ্ঠে এমনি
স্বর পাবে তোমাদের কথা–আমরা
তোমাদের ভুলবো না।
জাতির বীর সন্তান তোমরা, অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা আজ তোমাদের--ঘাসের
তরঙ্গ বেয়ে উষালোকের দিকে ধাবিত
প্রাণে কি মহিমা এ দেশই শুধু জানে।
সকল রংয়ের শিখা এক সাথে মিলে
জ্বালাই কিছু আলো তোমাদেরই জন্য।

An EMC Bulletin
Behind the WhiteCOAT

Article

Key message for

COVID-19 in Children

Dr. S M A Sufian
Assistant Professor, Department of Pediatrics

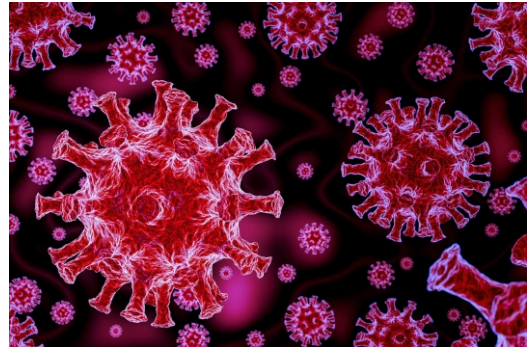

COVID-19 is a global health crisis in Bangladesh, significant number of children of all ages were identified as COVID-19, but the case fatality rate is low till date. The past few months we have seen a lot of suspected COVID-19 cases in our pediatrics outpatient department. Contrary to adult, children infected with a COVID-19 reportedly are having milder illness. Low morbidity, rare cases of neonatal/infantile infection. No definitive documentation of vertical transmission, better prognosis, probably lesser susceptibility. It is expected that like in adults, children having pre-existing illness, like Congenital Heart Disease, severe asthma, malnutrition, obesity, cystic fibrosis and children from antenatal smokers are at higher risk with poor outcome. More over, children have been shown to shed the virus in feces, beside nasopharyngeal secretion, while being relatively asymptomatic, having an eminent potential for wide transmission in the community.

Next 02

স্মৃতির পাতা থেকে

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে স্থাপিত মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়গাঁথা বিজয় মঞ্চ "শানিত'৭১" উদ্বোধন করেন মহান ৭১ এর জাতীয় পতাকার রূপকার বাবু শিব নারায়ন দাশ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ কাবিলাস্থ ক্যাম্পাসে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কলেজ পতাকা মঞ্চে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। সকাল ১০ টায় শোক দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহবায়ক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ এর নেতৃত্বে শিক্ষক, চিকিৎসক, ইন্টার্ন ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী সমেত একটি শোক র‍্যালি কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ পরবর্তী দাড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভা, কোরআন খতম, বাদযোহর দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, স্থানীয় এতিম ও দরিদ্র জনগনের মাঝে মধ্যাহ্নভোজ বিতরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ দূর্যোগকালীন চিকিৎসা সেবা

ইএমসি উৎসাহ ভাতা

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ দেশের এই দূর্যোগকালীন সময় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে সমস্ত চিকিৎসক, সেবিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ১৮ মার্চ হইতে অদ্যাবধি নিরলসভাবে রোগী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে চলেছেন তাদের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে উৎসাহ ভাতা ও সনদ প্রদান করেছেন। গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ কলেজ সম্মেলন কক্ষে এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উৎসাহ ভাতা ও সনদ প্রদান করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ। সকল বিভাগীয় প্রধানসহ সকলকে পর্যায়ক্রমে উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হয়।

গাইনী এন্ড অবস্ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মোসাম্মৎ শামীমা আক্তার রেখা গ্রহণ করছেন কোভিড-১৯ দূর্যোগকালীন চিকিৎসা সেবা সনদ।

এরপর ০৩

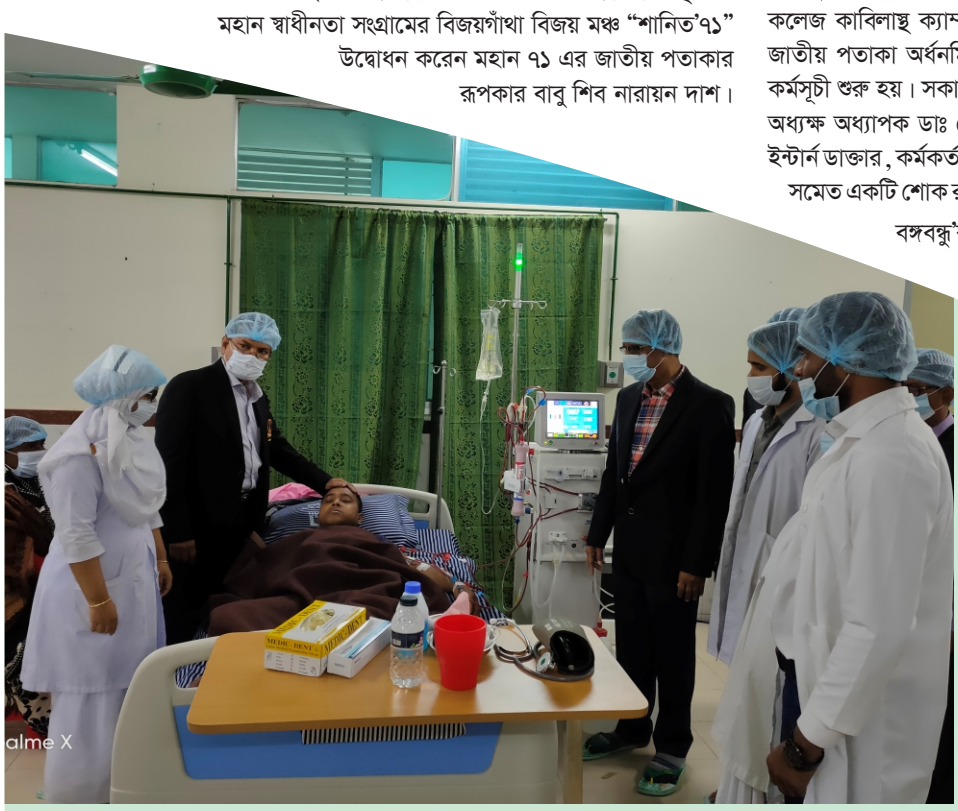

ইএমসি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট সংযোজন

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বুধবার সকাল ১০ টায় কিডনী রোগীদের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধিতে আধুনিক ডায়ালাইসিস ইউনিট এর আনুষ্ঠানিক রোগী সেবা কার্যক্রম শুরু হয়। ডায়ালাইসিস সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ। নেফ্রোলজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক ডাঃ রিপন চন্দ্র মজুমদার (এমবিবিএস, এমডি নেফ্রোলজী, এমএসিপি) এর তত্ত্বাবধানে ডায়ালাইসিস কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে পরিচালিত হবে।

বিশ্বখ্যাত **NIPRO** মেশিন সমৃদ্ধ, সম্পূর্ন জীবানুমুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইউনিটে সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ ডায়ালাইসিস ইউনিট পরিচালিত।

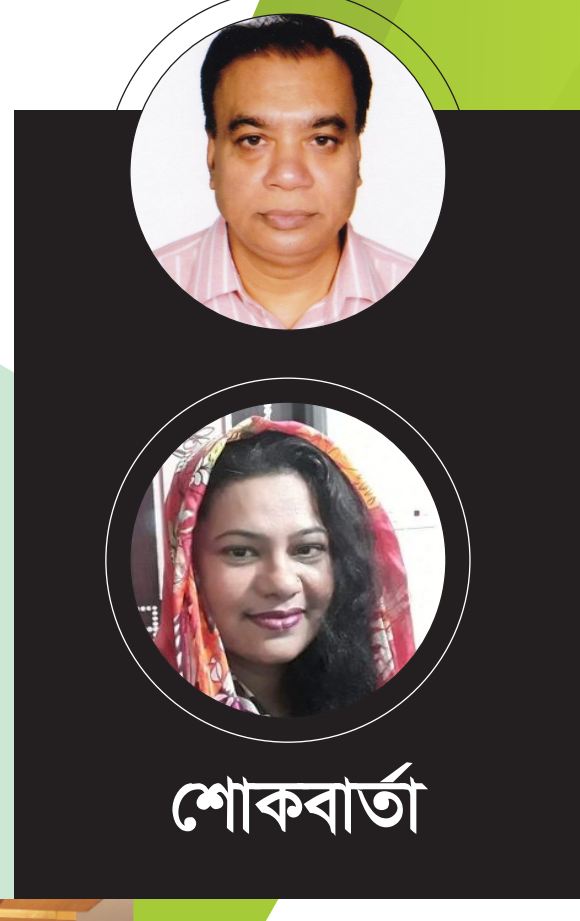

শোকবার্তা

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক আবদুর রউফ গত ১০ আগষ্ট ২০২০ বিকাল ৩টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকা নেওয়ার পথে ইন্তেকাল করেন।

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনী এন্ড অবস্ বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. আইরিন পারভীন গত ৬ ডিসেম্বর রাত ২:৩৫ মিনিটে ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ৪র্থ ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন।

উল্লেখ্য মরহুম আবদুর রউফ ও মরহুমা ডাঃ আইরিন পারভীন উভয়ই করোনা আক্রান্ত হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ পরিবার তাদের এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের
সেবা প্রদান
চিকিৎসা ফি:
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক: ১০০-২০০ টাকা
মেডিকেল অফিসার: ৫০ টাকা
প্রতি শনিবার সকাল ৯টা - ১টা পর্যন্ত দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের বিশেষ ছাড়! বিশেষজ্ঞ সহ সকল নিবন্ধন ফি-৫০/- মাত্র।
সকল প্যাথলজি, এক্স-রেসহ অন্যান্য পরীক্ষা স্বল্পমূল্যে করানো হয়।

জেনারেল ওয়ার্ড, সুপরিসর ক্যাবিন
আধুনিক সকল সুযোগ
সুবিধা সম্বলিত
বৃহত্তর কুমিল্লার চিকিৎসা সেবার অনন্য প্রতিষ্ঠান
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- ডিজিটাল এক্স-রে ৫০০ এম. এ
- ইকো কার্ডিওলজি-২ডি এন্ড এম.মোড
- ২৪ ঘন্টা মেডিসিন সপ সার্ভিস
- ১২ চ্যানেল ডিজিটাল ই.সি.জি
- ব্লাড ব্যাংকসহ
আধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা

মুক্তিযোদ্ধারা
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান
শহীদ পরিবারের সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
চিকিৎসা সেবায়
বিশেষ ছাড়!

EASTERN MEDICAL COLLEGE

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

কাবিলা(ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক), বুড়িচং, কুমিল্লা।
ফোন: ০১৭৩৩ ৫৫৯৪৮৮, ০১৭৭৭ ৭৬৭২৮৩
emccomilla@yahoo.com. www.emccomilla.com

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
০১৭৩৩ ৫৫৯৪৮৮

প্রকাশনায় ■ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ
মুদ্রণে ■ কেএল গ্রাফিক্স
সম্পাদনায় ■ অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান
নামকরণে ■ নাভিদ নওরোজ শাহ
■ ০১৮৪২ ০১৪৮০০, ০১৭৪৮ ৮০০৫৯০
■ emccomilla@yahoo.com